কুলটিতে বাইক পুড়িয়ে তেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে যুব তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ অভিনব উদ্যোগ। দিনকে দিন যেভাবে পেট্রোলের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বাইক আর রাখব না। বাইকে 'ফর সেল' স্টিকার লাগিয়ে দুনম্বর জাতীয় সড়কে বাইকে আগুন লাগিয়ে, এইভাবেই বিক্ষোভ দেখাল যুব তৃণমূল। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী এলাকা ডুবুরি চেকপোস্ট এলাকায়। যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিনব কায়দায় দু নম্বর জাতীয়সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান হয় যুব নেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে চলে এই বিক্ষোভ। এদিন দুনম্বর জাতীয় সড়কের উপর কাঠ সাজিয়ে তার উপর একটি ভাঙা বাইক চড়িয়ে আগুন লাগিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সাথে ছিল প্রায় শতাধিক তৃণমূল কর্মীসমর্থকরা। এদিন কুলটির যুব নেতা বিশ্বজিৎ বলেন, দিনকেদিন যেভাবে পেট্রোলের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আর বাইক রাখা যাবে না। তাই বাইক বিক্রি করে দেব। পেট্রোল ও গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়াতে সাধারণ মানুষ ভীষণ অসুবিধায় পড়েছে। আমরা চাই কেন্দ্র সরকার দ্রুত দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিক। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে পুলিশের তৎপরতাই অবরোধ উঠে যায়।

ইমামের সাথে দেখা করলেন সুজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ আসানসোলে নুরানি মসজিদের ইমাম ইমদাদুল্লা রসিদির সাথে সাক্ষাৎ করে শ্রদ্ধা জানিয়ে সাধুবাদ দিয়ে গেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, আসানসোলে অশান্তির পরিস্থিতিতে তিনি ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলেও প্রশাসনিক কারণে দেখা করতে পারেননি। এদিন তিনি সেই কাজটুকু করে গেলেন। তবে শুধু আসানসোল নয়, দেশ ও রাজ্যের সরকার সম্মিলিতভাবেই দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। এর প্রতিবাদ দলের পক্ষ থেকে যেমন হচ্ছে, তেমনই সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলবে মানুষই।

আন্দোলনের কাছে হার, কাজে যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ অবশেষে দুর্গাপুর মাধাইপুর খনিমুখ কোলিয়ারির শ্রমিক আন্দোলনের কাছে হার স্বীকার করলেন কর্তৃপক্ষ। কাজে পুনর্বহাল করা হল ২১ জন কর্মীকে, সাথে আগামী সাত দিনের মধ্যে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। তবে কর্তৃপক্ষের তরফে অবশ্য বলা হয়েছে যে, ওই ২১ জন কর্মী যে কদিন কাজ করেছেন সেই কদিনেরই বেতন দেওয়া হবে। প্রসঙ্গতঃ সোমবার ওই খোলামুখ কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করে দিয়ে চরকা পুঁতে দেওয়া হয়েছিল আদিবাসী গাঁওতা সংগঠনের পক্ষ থেকে। তাদের অভিযোগ, গত তিনমাস ধরে নিরাপত্তার কাজে বহাল ছিল ওই ২১ জন আদিবাসী শ্রমিক। তাদের আচমকাই কাজের থেকে বসিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ, সাথে তাদের কাজের কোনো পারিশ্রমিকও দেয়নি বলে অভিযোগ। তাই কাজে পুনর্বহালের সাথে সাথে বকেয়া বেতনের দাবিতে সোমবার তারা জেনারেল ম্যানেজারের দপ্তর ঘেরাও করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পঞ্চায়েত প্রধান ও ফরিদপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। সকলের উপস্থিতিতে বৈঠক হলেও কোনো ফল না মেলায় আদিবাসী গাঁওতার পক্ষ থেকে তারা কোলিয়ারিতে বনধ ডেকে দেয়। অবশেষে মঙ্গলবার ওই ২১ জন আদিবাসী শ্রমিকদের কাজে পুনরায় ফিরিয়ে নিলে সেই বনধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

মন্দিরের ইতিহাস হারিয়ে যাচ্ছে সংস্কারের অভাবে, প্রশাসন নির্বিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ অজয় নদের গা ঘেঁষা অযোধ্যা-বনকাটির মন্দিরগুলি বহন করে চলেছে প্রাচীন ইতিহাস। এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাকাল দুশো থেকে আড়াশো বছরের কম নয়। স্থানীয় প্রবীন বাসিন্দাদের মতে, এই মন্দিরগুলির ইতিহাসের সাথে জুড়ে রয়েছে তৎকালীন সমাজের সামাজিক, বাণিজ্যিক এবং আর্থিক ইতিহাস। আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে বসেছে সব মন্দির আর তার ইতিহাস। স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকার যদি উদ্যোগ নিত এই সব মন্দির সংস্কারের তবে প্রাচীন গ্রামবাংলার শিল্পচর্চার ইতিহাস টিকে থাকতো। এই মুহূর্তে অযোধ্যা-বনকাটিতে প্রায় ২০টি মন্দির ধ্বংসের মুখে যেতে বসেছে। এগুলির প্রায় সবকটির গায়েই রয়েছে দুষ্প্রাপ্য টেরাকোটার কাজ। পারিবারিক এই মন্দিরগুলি এখন অর্থাভাবে সংস্কার করতে পারছেন না বলেই জানাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। মন্দির গাত্রে যেসব টেরাকোটার কাজ রয়েছে তা সংস্কার করে ফিরিয়ে আনলে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করলে প্রাচীন শিল্পচর্চার ইতিহাস আবার প্রাণ ফিরে পেত বলে মনে করছেন এইসব পরিবারগুলি। আঞ্চলিক ইতিহাসকার এবং এলাকার বাসিন্দা প্রণব ভট্টাচার্য বলেন, এই মন্দিরগুলির গায়ে যেসব কাজ রয়েছে তার ইতিহাস মূল্য অনেক বেশি। টেরাকোটার কাজ সমৃদ্ধ এই মন্দিরগুলি প্রাচীন শিল্পচর্চার ইতিহাস বহন করছে শুধু তাই নয় এর সাথে এই এলাকার প্রাচীন আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে তুলে ধরছে বলে মনে করছেন এই আঞ্চলিক ইতিহাসকার। এই অঞ্চলের জমিদার পরিবারগুলি সেইসময় লাক্ষ্মা এবং মশলা রপ্তানির ব্যবসা করতেন। প্রতিটি মন্দিরের পিছনে রয়েছে সেই সময়ের নানা গঠনশৈলী বলে মত জাতীয় শিক্ষক সুশীল ভট্টাচার্য্যের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার আবেদন করা হয়েছে গ্রামীণ এইসব মন্দিরগুলিকে সংস্কারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হোক কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার থেকেছে। জনপ্রতিনিধিরাও এই বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখান নি বলেই অভিযোগ। বাসিন্দাদের মতে, মন্দিরগুলি হারিয়ে যাওয়া মানে কাঁকসার প্রাচীন ইতিহাস হারিয়ে যাওয়া কিন্তু কারো ভ্রুক্ষেপ নেই এই বিষয়ে। কাঁকসার বিডিও অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, সংস্কারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হবে।

দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে জনসভায় রাজ্য সরকারের সমালোচনায় বিজেপি নেতারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ রাজ্য থেকে মানুষ কালীঘাটে গিয়ে মমতা ব্যানার্জীকে ঝাঁটা মেরে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেবে-পুরুলিয়াতে বিজেপি কর্মীদের মৃত্যু নিয়ে বলতে গিয়ে দুর্গাপুরে প্রকাশ্য সভায় বললেন, বিজেপি নেতা জয় ব্যানার্জী। বিজেপি নেতার এই মন্তব্যকে অশালীন কথায় পটু বিজেপি নেতারা বলে পাল্টা অভিযোগ তৃণমূলের। বিজেপি সরকারের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে দুর্গাপুরের সিটিসেন্টারে একটি সভায় মঙ্গলবার এসে উপস্থিত হন বিজেপি-র দুই রাজ্যনেতা জয় ব্যানার্জী ও সায়ন্তন বসু। মঞ্চে বক্তব্য দিতে গিয়ে সায়ন্তন বসু ঈদ উপলক্ষ্যে চারদিনের ছুটি ঘোষণার নোটিশ নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিরোধীদের কাজিয়া প্রসঙ্গে বলেন, ঈদে চারদিনের ছুটির কথা ঘোষণা করে নোটিশ দেওয়ার আমরা বিরোধিতা করতেই বলা হল ওই নোটিশ ভুয়ো। কিন্তু ওই নোটিশে যে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারির স্বাক্ষর ছিল তা কি ভুয়ো? এরপরেই সায়ন্তন বসু আসানসোলে দুই গোষ্ঠীর লড়াই নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, শুধুমাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধেই মামলা হয় কেন? এই মঞ্চে জয় ব্যানার্জী তার বক্তব্যে বলেন, তৃণমূলের যাওয়ার সময় হয়েছে। তারা বুঝে গেছে এ রাজ্যে দরজায় কড়া নাড়ছে বিজেপি।

তাই তৃণমূল নেতারা যা কামানোর কামিয়ে নিচ্ছেন। মমতা ব্যানার্জী সব রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলিকে একসাথে হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আগামী লোকসভা নির্বাচনে লড়াই-এর যে ডাক দিয়েছেন জয় ব্যানার্জী তার সমালোচনা করে বলেন, খিচুড়ি সরকার টেকেনা। এর আগেও তা দেখা গেছে। আর মমতা ব্যানার্জী তার পার্ষদের কাছ থেকে গরম খেয়ে দিল্লী যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী হতে। আগামী ২০ বছর নরেন্দ্র মোদীকে কেউ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরাতেও পারবে না।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির আন্দোলনে প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ চলছে তরজা দুর্গাপুরে। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির লড়াইয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমে লড়াইতে কে এগিয়ে? সিপিএম নাকি বিজেপি? সিপিএমের দাবি, তারাই এগিয়ে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে। আর তৃণমূলের দাবি, তারাই এগিয়ে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে। সিপিএমের দুর্গাপুর (পূর্ব) জোনাল সম্পাদক পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, তারা ১১টা মিছিল মিটিং করেছেন পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে। সিপিএম বিজেপিকে মূল দোষী হিসাবে যেমন বিজেপির বিরুদ্ধে নেমেছে তেমনি রাজ্য সরকার তার সেস কমাননি বলে তার বিরুদ্ধেও আন্দোলনে নেমেছেন তারা বলে দাবি সিপিএমের এই নেতার। তৃণমূল পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি ভি শিবদাসন বলেন, দুর্গাপুর মহকুমায় পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূল তাদের আন্দোলনকে তীব্র করে তুলেছে। তারা দেড়শোর বেশি প্রতিবাদ মিছিল করেছেন শুধু দুর্গাপুরেই বলেই দাবি তৃণমূল জেলা সভাপতির। সিপিএমের জোনাল সম্পাদক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, তাদের বাম আমলে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেস কমিয়ে মানুষকে স্বস্তি দিয়েছেন যা করেনি তৃণমূল সরকার। তৃণমূল জেলা সভাপতি বলেন, বিলগ্নিকরণের সমর্থক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে ফুল তুলে দিয়ে সিপিএম প্রমাণ করে দিয়েছে সিপিএম এখন বিজেপির নতুন বন্ধু তাই বিজেপি বিরোধী কোন আন্দোলনেই তাদের দেখা যায় না। রাজনৈতিক মহল অবশ্য মনে করছে, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দুর্গাপুরে সিপিএমের থেকে তৃণমূল সব প্রতিবাদী আন্দোলনেই বেশিবার পথে নেমেছে। কার্যত দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানার ধর্নাই হোক বা পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধিই হোক সবেতেই বিজেপি বিরোধী মুখ হিসাবে সিপিএমকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়ে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। তবে সিপিএমের দুর্গাপুরের জোনাল সম্পাদক পঙ্কজ রায় সরকারের দাবি, সিপিএম একমাত্র বিজেপি বিরোধী শক্তি।

নৌকা ভাসিয়ে বর্ষাকে আহ্বান কিশলয়দের

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ ঝিপিঝিপি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঢং ঢং করে টিফিনের ঘন্টা বেজে গিয়েছে। হই হই করে কচিকাঁচার দল বার হয়ে গেল এক ছুটে চার দেওয়ালের গন্ডি থেকে। ক্লাস সিক্সের শ্রেণিকক্ষের থেকে বার হওয়ার সময় কয়েকটি মেয়ে জোরে গেয়ে ওঠে সেই ছড়াটা-আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে। কে জানে মেঘ সেই আকুতি শুনেই কিনা ঝমঝমিয়ে নেমে পড়ল স্কুল প্রাঙ্গণে। মিনিট কয়েকের মধ্যে স্কুল প্রাঙ্গণে জল জমে গেল অনেকটাই। কয়েকটি মেয়ে আবার ছুটে চলে গেল স্কুলের ভিতর। খাতার পাতা পটাপট ছিঁড়ে বানিয়ে ফেলল কাগজের নৌকা। ভাসিয়ে দিল জলে। আমারটা তোরটা থেকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে আনন্দে

চিৎকার করে ওঠে সন্ধ্যা। জয়ন্তী কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্রী নয়। সে বলে ওঠে দ্যাখ আমারটা তোরটা একটু এগিয়ে আছে। এযেন ভরা দামোদরে চলেছে নৌকা বইবার প্রতিযোগিতা। কিন্তু ওরা জানে না কখন এসে দাঁড়িয়েছে ওদের দিদিমণি মৌলিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওদের মাথাগুলো টপকে নিজেই একটা নৌকা বানিয়ে জলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আচমকাই হাততালি দিয়ে ওঠে। তবে পরমুহূর্তেই লজ্জায় পড়ে যান। মেয়েরাও আনন্দে হাততালি বলে দিদি আপনার নৌকা অনেক পিছনে। বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে গম্ভীর দিদিমণি আর কচিকাঁচারা এক হয়ে যায়। শুরু হয়ে গিয়েছে ধান চাষের জন্য কৃষকদের প্রস্তুতি গলসিতে। বীজতলা তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর একটা বড় বৃষ্টি হলেই মাঠ তৈরি করে নেওয়া হবে বলে জানান, কৃষক শ্যামল পাল। অনেকেই আবার ট্রাক্টর দিয়ে জমি তৈরি শুরু করে দিয়েছেন বলে জানান সত্যেন সাঁতরা। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গ বর্ষা এসে গিয়েছে। খুশি পূর্ব বর্ধমান জেলার সেরা ধান উৎপাদক ব্লকের কৃষকরা।

চিকিৎসকদের মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ এ যেন নতুন ঘটনা নয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাঝেমধ্যেই চিকিৎসার গাফিলতি চিকিৎসকদের মারধর করার ঘটনা ঘিরে হাসপাতালে পরিষেবা ব্যাহত হয়। এর আগেও জুনিয়ার ডাক্তাররা কর্মবিরতি পর্যন্ত পালন করেছিলেন। ফের সোমবারে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকদের মারধর করার ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দুইজন সিনিয়র ডাক্তার এবং দুজন জুনিয়ার ডাক্তার ব্যাপকভাবে মারধর খায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ যে, মুর্শিদাবারের বাবলু শেখ পথ দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম হন এবং তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। বেড না পাওয়ার কারণে মেঝেতেই তাকে চিকিৎসা শুরু হয় বলে জানা গেছে। রোগীর পক্ষের অভিযোগ যে, চিকিৎসকরা ঠিকমতো ওই রোগীকে পরিষেবা দিচ্ছে না বলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সোমবার কে কে দাস নামে এক সিনিয়ার ডাক্তার ভিজিট করতে এলে বিতর্ক হয় এবং মারধর করে রোগীর পক্ষের লোকজনেরা। ঐ সিনিয়ার ডাক্তারকে বাঁচাতে এলে দুজন জুনিয়ার চিকিৎসকও মারধর খায়। পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বর্ধমান থানার পুলিশ জানিয়েছে যে, হাসপাতাল সূত্রে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অন্যদিকে, রোগীদের তরফ থেকেও বদর আলম নামে এক ব্যক্তিও অভিযোগ দায়ের করেছেন। হাসপাতালের সুপার উৎপলবাবু জানিয়েছেন যে, দোষীরা যাতে কঠোর শাস্তি পায় তার দাবি জানিয়েছি। একজন সিনিয়ার ডাক্তারকে মারধর করবে এটা নিন্দনীয় ঘটনা। এই ঘটনা ঘিরে সাময়িকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাঘাত ঘটে বলে অভিযোগ।

পূর্ব বর্ধমানের নতুন এসপি ভাস্কর মুখোপাধ্যায় দায়িত্বভার নিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় নতুন এসপি হিসাবে যোগদান করলেন ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। বিদায়ী পুলিশ সুপার কুনাল আগরওয়াল দায়িত্ব অর্পণ করে দিলেন ভাস্কর মুখার্জীর হাতে। বিদায়ী কুণালবাবু ভাস্কর মুখার্জিকে জানালেন যে, পূর্ব বর্ধমান জেলা খুব ভালো। তিন বছর তিনি ভালোভাবে কাটিয়েছেন। জেলার সকলের সহযোগিতা নিয়েই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন আগামী দিন পুলিশ সুপার হিসাবে ভাস্কর মুখোপাধ্যায় ভালো কাজ করতে পারবেন এই আশা রেখে কুণালবাবু যোগ দিলেন বীরভূমের জেলা পুলিশ সুপার হিসাবে। এসপি ভাস্কর মুখোপাধ্যায় নতুন এসপি হিসাবে যোগদান করে জানালেন সবেমাত্র কাজে যোগ দিয়েছি আগামী দিন বলে দেবে আমি কতটা কাজ করতে পারছি।

ফর্ম পূরণে চাপানউতোর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসার বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা রমেন মন্ডল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো জীবনপঞ্জী ফর্ম পূরণ করেন নি। দলের দাবি, তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাই তাকে এই ফর্ম দেওয়া হয়নি। তবে দলের নিচুতলার কর্মীরা ধন্দে রয়েছেন দলের জেলা নেতাদের করা দাবি নিয়ে। নিচুতলার কর্মীদের সন্দেহ গোপনে এক অতি প্রভাবশালী নেতার মাধ্যমে এই বহিষ্কৃত নেতা ফর্ম পূরণ করে রাখতে পারেন। ভবিষ্যতে দলে ফিরলে তখন এই ফর্ম জমা পড়ে যাবে নিঃশব্দে বলে মনে করছেন নিচুতলার বহু তৃণমূল কর্মী। বিজেপিকে পঞ্চায়েত ভোটে সাহায্য করে নিজের দলের প্রার্থীকে হারিয়ে দেওয়ার অভিযোগে কাঁকসার তৃণমূল নেতা রমেন মন্ডল বহিষ্কৃত হন। বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা রমেন মন্ডল এবার পঞ্চায়েত সমিতির জয়ী প্রার্থী। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি জয়লাভ করেন বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারায়। পঞ্চায়েত সমিতির জয়ী প্রার্থী হিসাবে বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা রমেন মন্ডল মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ মতো জীবনপঞ্জী ফর্মপূরণ করেছেন কিনা তা নিয়েই চরম জল্পনা চলছে কাঁকসায়। সূত্রের খবর, কাঁকসায় শাসকদলের ক্ষমতা দুর্গাপুরের কোন নেতার হাতে থাকে তা নিয়েই চলছে দুর্গাপুরের একদল জেলা নেতার মধ্যে লড়াই। আর এই লড়াইয়ে বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতার প্রতি সহানুভূতি রয়েছে দুর্গাপুরের এক প্রভাবশালী জেলা নেতার বলে সূত্রের খবর। বহিষ্কৃত নেতা আবার দলে ফিরে আসতে পারে বলে দলের নিচুতলার কর্মীরা মনে করছেন। আর ফিরে আসবেন দুর্গাপুরের এই প্রভাবশালী জেলা নেতার হাত ধরেই বলে সূত্রের খবর। যদিও শিল্পাঞ্চল জেলা তৃণমূল সভাপতি ভি শিবদাসন বলেন, বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতাকে দলে ফেরানো হবে না। দলের নিচুতলার কর্মীদের একাংশ কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছেন না শিল্পাঞ্চল সভাপতির এই দাবিকে। কাঁকসার প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা প্রবীন তৃণমূল নেতা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রমেন মন্ডল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো জীবনপঞ্জী ফর্ম পূরণ করেন নি কারণ তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে তাকে ফর্ম দেওয়া হয়নি। কাঁকসার দায়িত্বে থাকা জেলা নেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায় বলেন, দল থেকে বহিষ্কৃত নেতা কেন এই ফর্ম পূরণ করবে। বহিষ্কৃত করার ফলে দলের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই তাই তাকে ফর্ম দেওয়া হয় নি বলেই দাবি এই তৃণমূল জেলা নেতার। তবে নিচুতলার তৃণমূল কর্মীদের মতে, না আঁচালে বিশ্বাস নেই কারণ দলটার নাম তৃণমূল আর এই দলে কে কখন রাজা বনে যায় তা বোঝা মুশকিল শুধু নয়, না মুমকিন।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ , হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222